আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ১০৫	২৫ ডিসেম্বর হতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২১ ডিসেম্বর হতে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২১ ডিসেম্বর	২২ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর	২৪ ডিসেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.২	২২.৭	২৬.৫	২৬.৫	২২.২-২৬.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৩.৩	১৩.৩	১৪.৪	১৫.১	১৩.৩-১৫.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৬.০-৯৭.০	৫৮.০-৯২.০	৩৮.০-৮৭.০	৪৩.০-৯৫.০	৩৮-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	৫.৬	১৩.০	৫.৬	৫.৫৫-১২.৯৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৪	১	৬	১	১-৬
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৫ ডিসেম্বর হতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১.৫ (১.৫)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৬-২৫.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.৪-১৫.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৯.০-৮০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৪-৩.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং স্বাভাবিক চেয়ে কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশা দেখা যেতে পারে । আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমন বিশেষ করে আলু ও টমেটো আগাম ধ্বসা এবং গমের ব্লাষ্ট রোগ দেখা দিতে পারে। দন্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন সর্ম্পকে সচেতন থাকতে হবে। যদি রোগের লক্ষন দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমিতে সকালে হালকা সেচ দেওয়া ভাল।
- গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মংস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

বোরো ধান:

- শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে।
- বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝড়িয়ে দিতে হবে।
- চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি আজোঅক্সিস্ট্রবিন বা পাইরোকোস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলার দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পর ও চারা সবুজ না হলে তবে প্রতি শতকে ৪০৪ গ্রাম করে জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপনের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপন করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে এবং ফলন বেশী হয়।
- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপন করতে হবে।
- রোপণের পর শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেমি পানি ধরে রাখতে হবে। এটি নিয়ন্ত্রনে আক্রান্ত বীজতলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে পরে পানি বের করে দিতে হবে। আক্রান্ত জমিতে অল্প পরিমান নাইট্রোজেন জাতীয় সার (ইউরিয়া) ব্যবহার করতে হবে। আক্রমন বেশী হলে ম্যালাথিয়ন/আইসোপ্রোকার্ব/কার্বালিক অথবা ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের যেকোন অনুমোদিত কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

আলু:

- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
    - নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭-১০ দিন অন্তর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমনঃ ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা পেনকোজেব ৮০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
    - আলুর নাবী ধ্বসা রোগ হলে জমিতে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী জমিতে রোগ দেখা মাত্রই ০৭ দিন অন্তর অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
    - যদি কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দীর্ঘ সময় বিরাজ করে ও রোগের মাত্রা ব্যপক হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ০৫ দিন অন্তর স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
    - রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হলে ২-৪ দিন অন্তর ছত্রাকনাশকের মিশ্রণ পাতার উপর ও নীচে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
    - গাছ ভেজা অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক স্প্রে না করাই ভালো। আর যদি স্প্রে করতেই হয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ০২ গ্রাম হারে সাবানের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।